ছয় ছিফতের মোজাকারা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

৬ (ছয়) ছিফতের মোজাকারা

মেহনত করে কয়েকটি গুন অর্জন করতে পারলে দ্বীনের উপর চলা সহজ। গুণগুলি হলো ঃ

(১) কালিমা, (২) নামাজ, (৩) ইলম ও জিকির, (৪) ইকরামুল মুসলিমিন, (৫) এখলাছে নিয়ত, (৬) দাওয়াত ও তাবলীগ।

১। কালিমা

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'লা ব্যতিত (ইবাদত বন্দেগীর উপযুক্ত) আর কোন মা'বুদ নাই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি- ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'লার রসূল।

উদ্দেশ্য ঃ **এই কালিমার দ্বারা আমাদের দিলের একীন ঠিক করতে হবে। "মাখলুক কিছু করতে পারেনা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, আল্লাহ তা'লা সব করতে পারেন মাখলুক ছাড়া। কোন তরিকায় (জীবন ব্যবস্থা) মানুষের সুখ-শান্তি ও কামিয়াবী নাই, একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকায় চলার ভেতরই দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও কামিয়াবী এই কথার একীন (বিশ্বাস) অন্তরে পয়দা করা"।**

কোন কিছু থেকেই কোন কিছু হয় না, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর জাত থেকেই সমস্থ কিছু হয়। আল্লাহ তালা যা চান, তার নিজ কুদরতে করেন। কোন কিছু করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা কারো মুখাপেক্ষি নহে। মাখলুক সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'লার মুখাপেক্ষি ছিল অর্থাৎ আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি, আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করেছেন বিধায় সৃষ্টি হয়েছে। এই মাখলুক দুনিয়াতে টিকে থাকার বিষয়েও আল্লাহ তা'লার মোহতাজ বা মুখাপেক্ষি অর্থাৎ সে নিজের ইচ্ছা মত দুনিয়াতে টিকে থাকতে পারবে না, আল্লাহ- তা'লা যতদিন তাকে দুনিয়াতে টিকিয়ে রাখবেন ততদিন সে দুনিয়াতে থাকবে। এই মাখলুক কোন মানুষের লাভ ও লোকসান পৌছানের বিষয়েও বানানেওয়ালা আল্লাহ তা'লার মোহতাজ বা মুখাপেক্ষি। সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তা'লার নিয়ন্ত্রনে। আল্লাহ তা'লা বলেনঃ **যেনে রাখো সৃষ্টি করা ও আদেশ দান তারই কাজ।(সুরা আরাফ, ৫৪)**। যদি সকলে মিলে কোন ব্যক্তির উপকার করতে চায় তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তা'লা চান। আর যদি সকলে মিলে কোন ব্যক্তির ক্ষতি করতে চায় তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তা'লা চান। প্রত্যেক উপকারি জিনিস, উপকার পৌছানোর ব্যাপারে আল্লাহ তালার মোহতাজ এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর জিনিস ক্ষতি পৌছানোর ব্যাপারেও আল্লাহ তা'লার মোহতাজ (মুসা আঃ এর লাঠির ঘটনা)। যেমন আল্লাহর হুকুম ছিলনা বিধায় আগুন ইব্রাহীম (আঃ) কে পোড়াতে পারেনি, ছুরি ইসমাইল (আঃ) কে কাটতে পারেনি, মাছ ইউনুস (আঃ) কে হজম করতে পারেনি। মানুষের হায়াত-মউত, লাভ-লোকসান, ইজ্জত-বেইজ্জত, সুস্থতা-অসুস্থতা, জিন্দেগী বানানো-বিগড়ানো, সুখ-শান্তি, হেফাজত, রিজিক সবকিছুই আল্লাহ আ'লার হাতে এই কথার একীন দিলে বসানো এটাই "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ"।

আল্লাহ তালাকে পাওয়ার একমাত্র রাস্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি- ওয়াসাল্লাম এর মুবারক জিন্দেগী। কোন আমল তখনই নেক আমল রুপে সাবস্ত হয় যখন তা আল্লাহ তালার আদেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি- ওয়াসাল্লাম এর তরিকা মতাবেক হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি- ওয়াসাল্লাম তরিকা ছাড়া কোন আমল আল্লাহ তালার কাছে কবুল হবে না। আল্লাহ তালার নিকট এক একটা সুন্নতের মূল্য সাত আসমান জমিনের চাইতেও বেশি। স্বয়ং আল্লাহ তালা বলেনঃ **(হে নবী) মানুষকে বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ তালাকে ভালোবাসো তা হলে আমাকে অনুসরন করে, যাতে আল্লাহ তালা তোমাদের কে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তালা অত্যান্ত ক্ষামাশীল, পরম দয়ালু।**

সুরা ইমরান ৩১

এই জন্য আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা কাজ অর্থাৎ উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, কামাই-রুজি, বিয়ে-শাদি, লেন-দেন, কৃষ্টি-কালচার, ব্যবসা-বানিজ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি- ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত মোতাবেক করতে হবে, তবেই আমরা কামিয়াব হতে পারবো।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন. যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে মোহাব্বত করে, সে কেমন যেন আমাকেই মোহাব্বত করে। আর যে আমাকে মোহাব্বত করে, সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকিবে। (সুনানে তিরমিযী, হা. ইং-২৬৭৮)

ফাজায়েল ঃ

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হইল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া এবং লজ্জা ঈমানের একটি (বিশেষ) শাখা। (মুসলিম হা. ৩৫)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন ঈমানকে তাজা করিতে থাক। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপন ঈমানকে কিভাবে তাজা করিব? তিনি বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশী বেশী বলিতে থাক। (মুসনাদে আহমদ হা. ৮৬৯৫)

৩. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ "যার সর্বশেষ কথা হবেঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ হা. ৩১১৬)

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, **সাত তবক আসমান এবং সাত তবক জমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ওয়ালা পাল্লাই ঝুঁকিয়া যাইবে**। (ইবনে হিব্বান হা. ৬২৩৩)

৫. হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কলেমার এখলাছ (এর আলামত) কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহাকে হারাম কাজসমূহ হইতে বাধা প্রদান করে। (তাবারানী হা. ১২৩৫)

হাসিল করার তরিকা ঃ গায়রুল্লাহর (আল্লাহ তা'লা ছাড়া বাকি সব কিছু) একীন দিল থেকে বের করে আল্লাহ তা'লা থেকে হওয়ার একীন দিলে বসানোর জন্য এবং গয়ের তরিকার একীন দিল থেকে বের করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকার একীন দিলে বসানোর জন্য আমাদেরকে ৩ (তিন) লাইনে মেহনত করতে হবে ঃ-

(১) দাওয়াত, (২) মশ্‌ক (অনুশীলন) ও (৩) দোয়া।

দাওয়াতঃ কালিমার ফাজায়েল বলে এই কালিমার বেশি বেশি দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহর আজমত, আল্লাহর বড়াই, আল্লাহর কুদরত, আল্লাহর তাকত (শক্তি), আল্লাহর রহমত, আল্লাহর নেয়ামত, আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত, আল্লাহর রুবুবিয়াতের কথা এত বেশি দাওয়াত দিতে হবে যাতে দিল থেকে গায়রুল্লাহ বের হয়ে যায়। এইরুপ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকার ভেতরই কামিয়াবী, এই কথারও দাওয়াত দিতে হবে যাতে আমাদের দিলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকায় চলার ভেতরই যে কামিয়াবী এই কথার একীন পয়দা হয়ে যায়।

মশ্‌ক ঃ মানুষের দিলের ভেতর একীন ৪ লাইনে প্রবেশ করে ঃ

ক) জবানের দ্বারা ঈমানের কথা বলা খ) কান দ্বারা ঈমানের কথা শোনা গ) চোখ দিয়ে আল্লাহ তা'লার সৃষ্টিকে ঈমানের নজরে দেখা এবং ঘ) দেমাগ দিয়ে আল্লাহ তা'লার কুদরতের উপর চিন্তা-ফিকির করা।

CamScanner

দোয়াঃ আমার দিল থেকে এমনকি সমস্ত মুসলমানের দিল থেকে গায়রুল্লাহর একীন বের হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'লার থেকে হওয়ার একীন দিলে পয়দা হয় এবং গায়ের তরিকার একীন বের হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকার একীন দিল বসে যায় এই জন্য আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া করা।

২। নামাজ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাবে নামাজ পড়েছেন এবং সাহাবা (রাঃ) দেরকে যেভাবে নামাজ শিক্ষা দিয়েছেন সেই রকম নামাজ আমাদের জীবনে আনার চেষ্টা করা।

ঈমানের পর আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হুকুম হলো নামাজ। নামাজ আল্লাহ তালার বন্দেগীর বহিঃ প্রকাশ এবং তাকে স্বরণ করার মাধ্যম। কোন ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহন করতেন তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সর্বপ্রথম নামাজ শিক্ষা দিতেন। যে নামাজকে কায়েম করলো সে দ্বীনকে কায়েম করলো। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি নামায সঠিক হয়, তবে বাকি আমলও সঠিক বলিয়া গন্য হইবে। আর যদি নামায খারাপ হয়, তবে বাকি আমলও খারাপ বলিয়া গন্য হইবে। নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। এই জন্য মেহনত করে আমাদের নামাজকে সুন্দর বানাতে হবে। যখন নামাজ সুন্দর হবে তখন আমাদের জিন্দেগী সুন্দর হবে। আমাদের সমস্যা সমূহ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে সমাধান করতে পারবো। আল্লাহ তা'লা বলেন **"হে মুমিনগন সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো"** সুরা বাকারা-১৫৩।

ফাজায়েল ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি নামায সঠিক হয়, তবে বাকি আমলও সঠিক বলিয়া গন্য হইবে। আর যদি নামায খারাপ হয়, তবে বাকি আমলও খারাপ বলিয়া গন্য হইবে। (তাবারানী, তারগীব)

২. হযরত আবু কাতাদাহ ইবনে রিবঈ (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছি এবং আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সমূহ সময়মত গুরুত্ব সহকারে আদায় করিবে, আমি তাহাকে নিজ দ্বায়িত্বে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করে নাই তাহার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নাই। (আবু দাউদ, হা. ১৪২০)

৩. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতের চাবি হলো নামাজ, আর নামাজের চাবি হলো ওযু। (জামে তিরমিযী, হাঃ ৪)

হাসিলের তরিকা ঃ

দাওয়াতঃ নামাজের ফাজায়েল জানিয়ে উম্মতের ভেতর চলে-ফিরে নামাজের দাওয়াত দিতে হবে।

মশকঃ নামাজের বাহিরে মেহনত করে পাঁচ গুন হাসিল করা এবং এই পাঁচ গুনের সাথে নামাজ আদায় করা। তখন আমাদের নামাজ হবে জাণদার অর্থাৎ প্রান ওয়ালা নামাজ

ক) কালিমা ওয়ালা একীন অর্থৎ দাওয়াতের মাধ্যমে দিল থেকে মাখলুকের একীন বের করতে হবে।
খ) ফাজায়েল ওয়ালা শওক অর্থৎ ফাজায়েলের তালিমের হালকায় বসে নামাজের প্রত্যেক অংশের লাভ অন্তরে পয়াদা করা।
গ) মাসায়েল ওয়ালা ইলম অর্থাৎ ওলামা হযরতদের খেদমতে হাজির হয়ে অজু হতে সালাম পর্যন্ত নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব জেনে আমল করা।

CamScanner

ঘ) আল্লাহ ওয়ালা ধ্যান অর্থাৎ জিকিরের মাধ্যমে দিলে ভেতরে আল্লাহ তা'লার আজমত ও ধ্যান পয়দা করা।
ঙ) এখলাছ ওয়ালা নিয়ত অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করা।

এই জন্য পুরুষদের ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামায়াতের সহিত আদায় করতে হবে, আর মা-বোনদের আওয়াল ওয়াক্তে ঘরে আদায় করতে হবে। ওয়াজিব ও সুন্নত সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। কাজা থাকলে সেগুলোও আদায় করা এবং নফল নামাজ অর্থাৎ এশরাক, চাশত আওয়াবিন, তাহাজ্জুদ, সালাতুত তাসবিহ এর এহ্তেমাম করা।

দোয়া ঃ আমার জীবনে ও পুরা উম্মতের জীবনে খুশু-খুজু ওয়ালা নামাজ এসে যায় এইজন্য আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া করা।

৩ (ক) ইলম

উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহ তা'লার কখন কি আদেশ ও নিষেধ তা সঠিক ভাবে জানা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকায় আমল করা। ফাজায়েলে এলেমের দ্বারা আল্লাহ তা'লার ওয়াদা ও ওয়াইদ (আযাবের ভয়) এর শতভাগ একীন দিলে পয়দা করা। যাতে আমলের আগ্রহ ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জজবা পয়দা হয়।

দীনি এলেম তলব করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। আল্লাহতায়ালা যে সমস্ত হুকুম আমাদের জন্য ফরজ করেছেন ঐ সমস্ত হুকুমের এলেম শিক্ষা করাও ফরজ। এলেম ছাড়া আল্লাহকে চেনা যায় না। জায়েজ-নাজায়েজ, হালাল-হারাম জানা যায় না। এলেম হলো অন্তরের নূর, চোখের আলো। উহা মুখস্ত করা এইরূপ যেমন তাসবিহ পড়া, উহা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা জিহাদের শামিল, উহা পাঠ করা দান-খয়রাত সমতুল্য। এলেম অধ্যয়ন করা রোজা সমতুল্য। উহা ইয়াদ করা তাহাজ্জুদের সমতুল্য। এলেমের কারণেই বান্দা উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

ফাজায়েল ঃ

১. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বোখারী, হাঃ ৫০২৭)

২. হযরত আবুযর (রাযিঃ) হইতে বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবুযর, তুমি যদি সকালবেলা যাইয়া কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিখিয়া লও তবে তাহা একশত রাকাত নফল হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিখিয়া লও, চাই উহার উপর আমাল করা হউক বা না হউক, তবে হাজার রাকাত নফল পড়া হইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন যে, রাতের কিছু অংশ (দীনি) ইলমের চর্চা করা সারা রাত ইবাদত করার চেয়ে শ্রেয়। -(দারেমী ১ ৭১, মেশকাত পৃঃ ৩৬)

হাসিলের তরিকা ঃ

দাওয়াত ঃ ইলমের ফাজায়েল জানিয়ে অন্যকে দাওয়াত দিতে হবে।

মশক ঃ ফাজায়েল ইলম এর তালিমের হালকায় বসে আল্লাহ তা'লার ওয়াদা ও ওয়াইদ এর একিন দিলে পয়দা করা। মাসলা-মাসায়েল ওলামা হযরতদের খেদমতে হাজির হয়ে শিক্ষা করা। আল্লাহ তা'লা বলেন **"সুতরাং যারা জ্ঞানী তাদের জিজ্ঞাসা কর"** (সূরা নাহল-৪৩)

CamScanner

দোয়াঃ আমার জীবনে ও সমস্ত উম্মতের জীবনে উপকারী এলেম এসে যায় এইজন্য আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করবো।

৩ (খ) যিকির

যিকির এর উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহতায়ালার হুকুম সমূহকে আল্লাহর ধ্যান ও আজমতের সাথে পুরা করা।

প্রত্যেক আমলের জান হলো আল্লাহ্ তা'লার ধ্যান। মানুষের বড় একটা ব্যাধী হলো গাফলত অর্থাৎ আল্লাহ্ তালাকে ভুলে থাকা। মানুষ যখন আল্লাহ্ তালার যিকির থেকে গাফেল থাকে, তখন তার দ্বারা নানা প্রকার পাপ কাজ সংগঠিত হয়। মানুষ যখন আল্লাহতালার যিকিরে মগ্ন থাকে তখন শয়তান তার থেকে ভেগে যায় এবং গোনাহ থেকে বেচে থাকা সহজ হয়। আল্লাহ তালা বলেন, "জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায় " সুরা রদ আয়াত: ২৮।

ফাজায়েল ঃ

১. হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হল, বান্দাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাধিক নৈকট্যশীল কে? তিনি বললেন ঃ যে পুরুষ প্রচুর পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। অনুরুপ যে নারী বেশী পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। (তিরমিযী)

২. হযরত আবু দরদা (রাঃ) বলেন, যাহাদের যিহ্বা আল্লাহর যিকিরে তরতাজা থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ফাজায়েলে আমল)

৩. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহ তালার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন ঃ এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসবে, যখন আল্লাহর যিকিরে তোমার যিহ্বা সিক্ত থাকে। (হিসনে হাসীন)

হাসিল করার তরিকা ঃ

দাওয়াত ঃ যিকিরের লাভ জানিয়ে অন্যকে দাওয়াত দেয়া;

মশক ঃ আল্লাহ তা'লার ধ্যান ও আজমত কিভাবে পয়দা হবে? ঃ

যখন আমারা শরীর ও দিলকে দুনিয়া ও দুনিয়াবি চিন্তা ভাবনা থেকে ফারেগ (পৃথক) করে জবান, দিল ও দেমাগ কে একত্রিত করে গুরুত্ব সহকারে এবং সময়ের প্রতি খেয়াল রেখে চিন্তা ভাবনার সাথে যিকির করবো তখন ধ্যান আস্তে আস্তে দিলে মধ্যে পয়াদা হবে। আমরা যখন যিকির করবো তখন অন্তরে এই ভাবে খেয়াল রাখা যেমন ঃ

* সোবহানাল্লাহ: হে আল্লাহ আপনি সমস্থ দোষ থেকে পাক আর আমি সমস্থ দোষের মধ্যে ডুবে আছি
* আলহামদুলিল্লাহ: সমস্থ প্রশোংসা আপনার জন্য।
* আল্লাহু আকবার: হে আল্লাহ আপনি সবচেয়ে বড়। আমদের ধারনার চেও বড়।
* দুরুদ শরীফ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুনাবলী ও কোরবানিকে স্বরণ করা। অতপর এই খেয়াল করা হে আল্লাহ আপনার হাবিবের উপর দুরুদ পাঠানোর কোন যোগ্যতা আমার নাই, আপনি আমার পক্ষ থেকে আপনার হাবিবের উপর দুরুদ পৌছিয়ে দেন।
* এস্তেগফার: পিছনের জীবনের সমস্থ গুনাহকে স্বরণ করা।

এই ভাবে:

- সকাল-সন্ধ্যায় ধ্যান জমিয়ে দীল লাগিয়ে এহ্তেমামের সহিত ৩ (তিন) তাসবিহ আদায় করা।
- প্রত্যেক কাজের মাসনুন দোয়া সমূহ এহ্ তেমামের (পূর্ব প্রস্তুতি) সাথে অর্থের প্রতি খেয়াল করে আদায় করা।
- রোজানা কোরআন পাকের তেলওয়াত করা।
- কোন মাশায়েখ এর অজিফা থাকলে আদায় করা।

CamScanner

দোয়া ঃ নিজের জীবনে ও সমস্ত উম্মতের জীবনে জিকিরের হাকিকত হাসিল হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

৪। ইকরামুল মুসলিমীন

উদ্দেশ্য ঃ মুসলমানের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আচরণ করা। প্রত্যেকের হককে আদায় করা এবং সকল মাখলুকের প্রতি ইহসান করা ।

একজন কালেমা পড়নেওয়ালা ভাই যতক্ষণ দুনিয়াতে বাকি থাকবেন ততক্ষন পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না। অর্থাৎ দুনিয়া ধ্বংস হবে না। একজন মুসলমান এর কারণে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ টিকে থাকবে। একজন কালিমাওয়ালার মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কত বেশি এই দিকে খেয়াল করে তার সাথে উত্তম আচরণ করা। যে জমিনবাসীর উপর রহম করেন, আসমান বাসী তার উপর রহম করেন। প্রত্যেককে নিজের চেয়ে বড় মনে করা এবং প্রত্যেকের সাথে ক) ইনসাফ খ) ইহসান গ) ইসারের আচরণ করা। ইনসাফ হলো হককে আদায় করা, ইহসান হলো হকের অতিরিক্ত করা এবং ইসার হলো নিজে চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া।

ফাজায়েল ঃ

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দিকে লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যের সহিত বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, (হে কাবা!) তুমি কতই না পবিত্র, তোমার খুশবু কতই না উত্তম এবং তুমি কতই না মর্যাদার যোগ্য, (কিন্তু) মুমিনের মর্যাদা ও সম্মান তোমার চাইতেও বেশী। (মুন্তখাব হাদিস)

২. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না, এবং আমাদের আলেমগণের হক বুঝে না, তাহারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)।

৩. হযরত আয়েশার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ঈমানদর বান্দা তার সচ্চরিত্রতা দ্বারা সে সব লোকের মর্তবায় উন্নীত হয়ে যায়, যারা সারারাত নফল নামায পড়ে এবং দিনে সব সময় রোযা রাখে। (আবু দাউদ)

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ মুমিনের মধ্যে সর্বাধিক কামেল ঈমানের অধিকারী তারা, যাদের চরিত্র ভাল। (আবু দাউদ)

হাসিলের তরিকা ঃ

দাওয়াত ঃ একরামের ফাজায়েল জানিয়ে অন্যকে দাওয়াত দেওয়া।

মশক ঃ হুক সুমূহ কিভাবে আদায় হবেঃ জান ওয়ালা (নূরানী আমল) এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার খাজানা থেকে লেনে ওয়ালা বনা এবং আখলাকের মাধ্যমে বান্দাকে উপকার পৌছানো এর দ্বারা হুক আদায় হবে (এবাদতছে লেনা আখলাকছে দেনা) । মাওলানা সাঈদ আহমদ খান (রঃ) বলতেন, আল্লাহ তা'লার হুক, বান্দার হুক এবং নিজের হুককে যে আদায় করবে তার ইসলাম মোকাম্মেল (পূর্ন) হবে। তিনি আরো বলতেন হুক আদায় করার জজবা উম্মতকে একত্রিত করবে এবং হুক নেয়ার জজবা উম্মতকে বিচ্ছিন্ন করবে।
আমরা বড়দেরকে সম্মান করবো, ছোটদেরকে স্নেহ করবো, আলেম-ওলামাদের ইজ্জত করবো। মা-বাবা, স্বামি-স্ত্রী, সন্তানাদী, আত্মিয় ও প্রতিবেশিদেরও হক জানা ও আদায় করা।

দোয়া ঃ একরামে ছিফাত নিজের ভেতর এবং পুরা উম্মতের ভেতর আনার জন্য দোয়া করবো।

৫। এখলাসে নিয়ত

উদ্দেশ্য ঃ যে কোন নেক কাজ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করবো।

মানুষের সমস্ত আমলের ভিত্তি হলো নিয়ত। শয়তানের সর্ব প্রথম চেষ্টা কোনো নেক কাজ করতে দিতে চায় না, এর পরেও যদি কেউ কোনো নেক কাজ করে তখন তার নিয়তকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ লোক দেখানো, বড়াই প্রকাশ, দুনিয়ার গরজ সৃষ্টি করে দেওয়াই হলো শয়তানের কাজ, যাতে বান্দা তার নেক আমলের কোনো সওয়াব বা বদলা আল্লাহ তা'লার নিকট থেকে না পায়। এই জন্য খুবই জরুরি ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজেদের সমস্ত আমলের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ তা'লার রেজামন্দীই মূল উদ্দেশ্য হিসাবে সামনে রাখা। ইজ্জত - সম্মান , সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন কে অন্তরে মোটেও স্থান না দেয়া। যদি কখনো এইরূপ খেয়াল অন্তরে এসে যায় তবে তৎক্ষণাৎ " লা-হাওলা " ও ইস্তেগফার দ্বারা অবস্থা দূর করে নিতে হবে। আল্লাহ তালা বলেন **"তাদেরকে এই আদেশই করা হয়েছিলো যে, তারা খাটি মনে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। এটাই সঠিক দ্বিন।"** (সুরা বাইয়্যেনা আয়াত নং ৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন, **"হে রাসুল মানুষকে বলে দাও তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তোমারা তা গোপন রাখো বা প্রকাশ করো আল্লাহ তালা তা জানেন"**। (সারা আলে ইমরান আয়াত নং ২৯) নিজের আমল রিয়াকারীদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কিনা তা এই চারটি আলামত এর সাথে মিলাতে হবে।

হজরত আলী (রাঃ) বলেন - রিয়াকারীর ৪টি আলামত :- ১.একাকী থাকলে অলসতা করে ২.লোকালয়ে থাকলে সতর্ক ও কর্মতৎপর থাকে ৩.প্রশংসা করা হলে আমল বাড়িয়ে দেয়। ৪.নিন্দা করা হলে আমল কমিয়ে দেয়।

ফাজায়েল ঃ

১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি এবং তোমাদের ধনসম্পদ দেখেন না। বরং তোমাদের দিল ও তোমাদের আমল দেখেন।(মুসলিম)

২. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, সমস্ত আমলের ভিত্তি নিয়তের উপরই রহিয়াছে। আর মানুষ উহাই পাইবে যাহার সে নিয়ত করিয়া থাকিবে। (বোখারী)

৩. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আমলের মধ্য হইতে শুধু সেই আমলকেই কবুল করেন যাহা খালেসভাবে তাঁহারই জন্য হয় এবং উহাতে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়। (নাসাঈ)

হাসিলের তরিকা ঃ

দাওয়াত ঃ এখলাসের ফাজায়েল জানিয়ে অন্যকে দাওয়াত দিবো।

মশক ঃ নিয়তকে সহি করার চেস্টা করা। নিয়ত হলো দিলের ভেতরকার একটা আমল। নিয়ত হলো দিলের ইচ্ছা শক্তি, যখন মানুষের ইচ্ছা শক্তি কোন কিছু করার ব্যপারে জাগ্রত হয় তখন দেখতে হবে এটার সাথে নিজের খাহেশ জড়িত, না আল্লাহ তা'লার হুকুম জড়িত। খাহেশের সাথে হলে ঐ আমল তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে (শহীদ, আলেম ও দাতার ঘটনা)। নিয়ত খারাপ হয় কালিমার একীনের কমতির কারনে। কেননা ইমান ও এখলাছ একসাথে জোড়া অর্থাৎ ইমান যত মজবুত হবে এখলাছ তত সুন্দর হবে।
এজন্য প্রত্যেক আমলের শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে নিয়তকে যাচাই করা যে, আমার আমলটি একমাত্র আল্লাহ তা'লার জন্য হচ্ছে কি না?

দোয়া ঃ নিজের ভেতর এবং সমস্ত উম্মতের ভেতর এখলাসের ছিফাত আনার জন্য দোয়া করা।

CamScanner

৬। দাওয়াত ও তাবলীগ

উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহর দেওয়া জান ও মালের সঠিক ব্যবহার শিক্ষা করা এবং নিজের একীন ও আমলকে সহীহ্ করা ও সকল মানুষকে সহীহ্ একীন ও আমলের উপর আনার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেহেনতের তরিকাকে সমস্ত বিশ্বে জিন্দা করা।

উম্মত আজ আল্লাহ্ তা'লার দেওয়া জান, মাল ও সময়কে তার নিজের মনে করে যেখানে খুশি, সেখানে খরচ করছে। অথচ জান ও মাল এর মালিক আল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লার দেয়া জান ও মাল কে নিজের ইচ্ছা মতো খরচ করা যাবে না। শুধু আল্লাহ তা'লার ইচ্ছামতো খরচ করতে হবে। আল্লাহ তা'লা বলেনঃ "**আল্লাহ তা'লা মুমিনদের কাছ থেকে জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাত এর বিনিময়ে**" (সূরা - তাওবা -আয়াত-১১১)। নবী (আঃ) গণ দুনিয়াতে এসে মানুষের মাঝে আল্লাহ তা'লার পয়গম পৌঁছে দিতেন এবং বলতেন তোমরা এক আল্লাহকে মানো তবে দুনিয়া এবং আখিরাতে কামিয়াব হয়ে যাবে। যারা মেনেছে কামিয়াব হয়েছে, আর যারা মানেনি তারা নাকাম হয়েছে। যেহেতু রাসুল সাল্লাহহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী আর কোনো নবী (আঃ) দুনিয়াতে আসবেন না, খতমে নবুয়তের কারণে আমাদের ঘরে-ঘরে, বারে-বারে, দ্বারে- দ্বারে গিয়ে বে-তলবের মধ্যে দ্বীনের তলব পয়দা করা অর্থাৎ নবীওয়ালা মেহনত করা আমাদের সকলের উপর জিম্মাদারী। কিন্তু আমরা জিম্মাদারী ছেড়ে দেয়ার কারণে দ্বীনের অধঃপতন শুরু হয়েছে। আমরা সব শ্রেণীর মানুষ যখন উম্মতের দরদ ও ব্যথা বুকে নিয়ে এখলাস এর সাথে এই দাওয়াত এর মেহনতকে জিন্দা করবো তখন দুনিয়াতে আবারো দ্বীনের উন্নতি শুরু হবে। যা ইতিমধ্যে দুনিয়ার মানুষ কিছুটা অনুধাবন করতে শুরু করেছে।

১. হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা রহিয়াছে উহা হইতে উত্তম। (বোখারী)

২. হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ভাল কাজের দিকে পথ দেখায় সে উহার উপর আমলকারীর সমান ছওয়াব পায়। (তারগীব)

৩. নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই জিম্মাদার এবং তোমরা সকলেই নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইবে।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, একটি আয়াতও যদি হয়। (বোখারী হা. ৩৪৬১)

৫. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে বলিলেন, আল্লাহর কসম। যদি তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিও হেদায়াত প্রাপ্ত হয়, তাহলে সেটা তোমার জন্য লাল উট (আরবদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ) হইতে উত্তম। (বোখারী হা. ৪২১০)

হাসিলের তরিকা ঃ

দাওয়াতঃ দাওয়াতের ফাজায়েল জানিয়ে অন্যকে দাওয়াত দিবো।

মশক ঃ আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তিন ধরনের জিম্মাদারি দিয়েছেন

ক) মানুষ হবার কারনে- আল্লাহ তা'লার ইবাদত বান্দেগী করা। (আল্লাহ তা'লা বলেন, আমি মানুষ ও জ্বিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি - সূরা যারিয়াত-৫৬)

খ) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত হবার কারনে -দাওয়াতের জিম্মাদারি। (হে নবী আপনি বলে দিন, এটাই আমার রাস্তা। আমি আল্লাহ তা'লার দিকে আহ্বান করি, সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে। সুরা ইউসুফ -১০৮)।

গ) নিয়াবতের (প্রতিনিধী) কারনে- প্রত্যেক উম্মতকে দাওয়াতের মেহনতের উপর উঠানো অর্থাৎ দ্বায়ী বানানো। (আল্লাহ তা'লা বলেন, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদিগকে বাহির কারা হইয়াছে। তোমারা

সৎকজে আদেশ করিয়া থাক ও অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিয়া থাক এবং আল্লাহ তা'লার উপর ঈমান রাখ।(সূরা আল-ইমরারন-১১০)

জিন্দেগীতে ৩(তিন) চিল্লা দিয়ে কাজকে শিক্ষা করা। সালানা চিল্লা ও মহল্লার ৫(পাঁচ) আমল সঠিকভাবে পুরা করা।

দোয়াঃ আমার ভেতর পুরা উম্মতের ভেতর দাওয়াতের কাজের হাকিকতের জন্য দোয়া করা।

অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা

আমাদের মুরুব্বীরা আরো একটি আলোচনা করেন- সেটা হলো অনর্থক কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। কেননা এটা হলো আগুনের মতো। বান্দা যত আমলই করুক না কেন, যদি সে নিজেকে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বাঁচাতে না পারে তবে আগুন যেমন সবকিছু জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়, তেমনি তার সমস্ত আমল অনর্থক কথা ও কাজ দ্বারা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'লা মুমিনের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন **"যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে"** (সূরা মুমিনুন- ৩ নং আয়াত), হাদিস শরিফে এসেছে মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা হলো, সে অহেতুক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে (তিরমিজি শরীফ)।

১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা এই যে, সে অহেতুক কাজকর্ম ও অনর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করে। (তিরমিযী)। ফায়দাঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা এবং অহেতুক কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা, ঈমানের পরিপূর্ণতার লক্ষণ ও মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য। (তিরমিযী হা. ২৩১৭)

২. হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? তিনি বলিলেন, নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখ। নিজের ঘরে থাক (অনর্থক বাহিরে ঘোরাফিরা করিও না) আর নিজের গুনাহের উপর ক্রন্দন করিতে থাক। (তিরমিযী হা. ২৪০৬)

৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাহার উচিত যে, ভাল কথা বলিবে নতুবা চুপ থাকিবে। (বোখারী)

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চুপ থাকিল সে নাজাত পাইয়া গেল। (তিরমিযী হা. ২৫০১)